শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ

"অবক্ষয়ের যুগ"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ptpdas. mayapur

প্রথম অধ্যায়

কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধটি শুরু হয়েছে কলিযুগের ভবিষ্যৎ রাজাদের আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে। তারপর তিনি এই যুগের বহু ত্রুটির বর্ণনা দিয়েছেন। রাজবংশের যে সকল নির্বোধ রাজা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে অবিরাম জয় করতে চেষ্টা করেছেন দেবী তাদের বিদ্রূপের সুরে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই জড়-জগতের চার প্রকার বিনাশের কথা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই অনুসারে তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে তাঁর চরম উপদেশ দান করেছেন। তারপর তক্ষকনাগ মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করলে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে শ্রীল সূত গোস্বামী বেদ ও পুরাণের বিভিন্ন শাখাসমূহের আচার্যদের পরম্পরা সম্পর্কে উল্লেখ করে মার্কেণ্ডেয় ঋষির পুত চরিত, সূর্যদেব রূপে ভগবানের প্রকাশ এবং তাঁর বিশ্বরূপের মহিমা, গ্রন্থের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে এবং অবশেষে অন্তিম আশীর্বাদ ও প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে তার শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা সমাপ্ত করেছেন।

এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে মাগধবংশের ভাবী রাজাদের কথা এবং কিভাবে তাঁরা কলিযুগের প্রভাবে অধঃপতিত হয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সূর্যবংশীয় রাজা পুরুর বংশে উপরিচর বসু থেকে পুরঞ্জয় পর্যন্ত বিশজন রাজা রাজত্ব করেন। পুরঞ্জয়ের পর থেকে এই বংশ কলুষিত হবে। পুরঞ্জয়ের পর প্রদ্যোতনরূপে পরিচিত পাঁচজন রাজা, তারপর শিশুনাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, আন্ধ্রজাতীয় ত্রিশজন রাজা, সাতজন আভীর, দশজন গর্দভী, ষোলজন কঙ্ক, আটজন যবন, চোদ্দজন তুরুস্ক, দশজন গুরুণ্ড, এগারজন মৌল, পাঁচজন কিলকিলা নৃপতি এবং তেরজন বাহ্লীক রাজাদের অধিকার কায়েম হবে। এরপর একই সময়ে সপ্ত আন্ধ্র, সপ্ত কৌশল, বিদুরপতিরা ও নিষধরা বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করবেন। তারপর মগধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে সেই সেই প্রদেশীয় শূদ্র ও ম্লেচ্ছপ্রায়, অধর্মপরায়ণ রাজারা শাসন করবেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যো বারহদ্রথঃ ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্ ॥ ১ ॥

প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্তা যৎপালকঃ সুতঃ ।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **অন্ত্যঃ**—বংশের শেষ সদস্য; **পুরঞ্জয়ঃ**—পুরঞ্জয় (রিপুঞ্জয়); **নাম**—নামে; **ভবিষ্যঃ**—ভবিষ্যতে থাকবে; **বারহদ্রথঃ**—বৃহদ্রথের বংশধর; **তস্য**—তার; **অমাত্যঃ**—মন্ত্রী; **তু**—কিন্তু; **শুনকঃ**—শুনক; **হত্বা**—হত্যা করে; **স্বামিনম্**—প্রভু; **আত্মজম্**—তাঁর নিজের পুত্র; **প্রদ্যোতসংজ্ঞম্**—প্রদ্যোত নামক; **রাজানম্**—রাজা; **কর্তা**—করবেন; **যৎ**—যার; **পালকঃ**—পালক নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **বিশাখযূপঃ**—বিশাখযূপ; **তৎ-পুত্রঃ**—পালকের পুত্র; **ভবিতা**—হবে; **রাজকঃ**—রাজক; **ততঃ**—তারপর (বিশাখযূপের পুত্র রূপে)।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আমাদের পূর্ববর্তী গণনায় মগধ রাজ্যের শেষ রাজা হিসেবে পুরঞ্জয়ের কথা বলা হয়েছিল, যিনি বৃহদ্রথের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক তাঁকে হত্যা করবেন এবং নিজের পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। প্রদ্যোতের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করবেন পালক এবং পালকের পুত্র হবেন বিশাখযুপ, আর বিশাখযূপের পুত্র হবেন রাজক।

তাৎপর্য

এখানে যে অধার্মিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা হল কলিযুগের লক্ষণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে সূর্য ও চন্দ্র এই দুই উচ্চ বংশ থেকে মহান রাজাদের উত্থান ঘটেছে। নবম স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী ভগবানের অবতার রামচন্দ্রের বর্ণনায় বংশ পরিচয় দিয়েছেন এবং নবম স্কন্ধের সমাপ্তিতে শুকদেব গোস্বামী ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের পূর্বপুরুষদের বর্ণনা দিয়েছেন। ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের আবির্ভাব হয়েছিল চন্দ্রবংশে।

বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার, মথুরায় তাঁর কৈশোরলীলার এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের বিভিন্ন লীলার বর্ণনা পাওয়া যায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে। *মহাভারত* মহাকাব্যে পঞ্চপাণ্ডব এবং ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য ও বিদুরের মতো মহারথীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা আছে। *মহাভারতের* অন্তর্ভুক্ত *ভগবদ্গীতা,* যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পরম সত্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ ও অন্তিম খণ্ডের অনুবাদ করছি, সেই *শ্রীমদ্ভাগবত* হল *মহাভারতের* তুলনায় উন্নত সাহিত্য। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলার বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পরম

সত্য ও জগতের সর্বময় সৃষ্টিকর্তা রূপে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থেরই প্রথম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যাসদেব কিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যদিও বহু রাজবংশ এবং অসংখ্য রাজাদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমান কলিযুগের বর্ণনা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, কোনও মন্ত্রী তাঁর নিজের রাজাকে বধ করে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, এমন নজির আমরা পাই না। এই ঘটনাটি অনেকটা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদের হত্যার মাধ্যমে তার পুত্র দুর্যোধনকে রাজমুকুট পরানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয়। *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিযুগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হল এবং একই পরিবারে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এক স্বীকৃত কৌশলরূপে অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগল।

শ্লোক ৩

নন্দিবর্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে ।
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ ॥ ৩ ॥

নন্দিবর্ধনঃ—নন্দিবর্ধন; **তৎ-পুত্রঃ**—তার পুত্র; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রদ্যোতনাঃ**—প্রদ্যোতন; **ইমে**—এইগুলি; **অষ্ট-ত্রিংশো**—আটত্রিশ; **উত্তরা**—অধিক; **শতম্**—এক শত; **ভোক্ষ্যন্তি**—তারা রাজত্ব করবে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **নৃপাঃ**—এই নৃপতিগণ।

অনুবাদ

রাজকের পুত্র হবেন নন্দিবর্ধন এবং এইভাবে প্রদ্যোতন নামে পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ৪

শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ ।
ক্ষেমধর্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্মজঃ ॥ ৪ ॥

শিশুনাগঃ—শিশুনাগ; **ততঃ**—তখন; **ভাব্যঃ**—জন্মগ্রহণ করবে; **কাকবর্ণঃ**—কাকবর্ণ; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **ক্ষেমধর্মা**—ক্ষেমধর্মা; **তস্য**—কাকবর্ণের; **সুতঃ**—পুত্র; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **ক্ষেমধর্ম-জঃ**—ক্ষেমধর্মা থেকে জন্মগ্রহণ করবে।

অনুবাদ

শিশুনাগ নামে নন্দিবর্ধনের একটি পুত্র হবে এবং শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ নামে পরিচিত হবেন। কাকবর্ণের পুত্র হবেন ক্ষেমধর্মা এবং ক্ষেমধর্মার পুত্র হবেন ক্ষেত্রজ্ঞ।

শ্লোক ৫

বিধিসারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি ।
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

বিধিসারঃ—বিধিসার; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—ক্ষেত্রজ্ঞের; **অজাতশত্রুঃ**—অজাতশত্রু; **ভবিষ্যতি**—হবে; **দর্ভক**—দর্ভক; **তৎ-সুতঃ**—অজাতশত্রুর পুত্র; **ভাবী**—জন্মগ্রহণ করবে; **দর্ভকস্য**—দর্ভকের; **অজয়ঃ**—অজয়; **স্মৃতঃ**—স্মরণীয়।

অনুবাদ

ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র হবেন বিধিসার, এবং তাঁহার পুত্র হবেন অজাতশত্রু। দর্ভক নামে অজাতশত্রুর একটি পুত্র হবে, এবং দর্ভকের পুত্র হবেন অজয়।

শ্লোক ৬-৮

নন্দিবর্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ ।
শিশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ৬ ॥
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ ।
মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী ॥ ৭ ॥
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ ।
ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্মিকাঃ ॥ ৮ ॥

নন্দিবর্ধনঃ—নন্দিবর্ধন; **আজেয়ঃ**—অজয়ের পুত্র; **মহানন্দিঃ**—মহানন্দি; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তারপর (নন্দিবর্ধনের পরে); **শিশুনাগাঃ**—শিশুনাগেরা; **দশ**—দশ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এতে**—এইসকল; **ষষ্টি**—ষাট; **উত্তর**—ব্যাপিত; **শত-ত্রয়ম্**—তিন শত; **সমা**—বছর; **ভোক্ষ্যন্তি**—ভোগ করবে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **কলৌ**—কলিযুগে; **নৃপাঃ**—নৃপগণ; **মহানন্দি-সুতঃ**—মহানন্দির পুত্র; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **শূদ্রা-গর্ভ**—শূদ্রারমণীর গর্ভে; **উদ্ভবঃ**—জন্ম নেয়; **বলী**—বলবান; **মহাপদ্ম**—একপ্রকার সৈন্য; **পতিঃ**—প্রভু; **কশ্চিৎ**—নিশ্চিত; **নন্দঃ**—নন্দ; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়; **বিনাশ-কৃৎ**—ধ্বংসকারী; **ততঃ**—তখন; **নৃপাঃ**—নৃপতিগণ; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **শূদ্র-প্রায়াঃ**—শূদ্র অপেক্ষা উন্নত নয়; **তু**—এবং; **অধার্মিকাঃ**—অধার্মিক।

অনুবাদ

অজয় হবেন দ্বিতীয় নন্দিবর্ধনের পিতা, যার পুত্র হবেন মহানন্দি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কলিযুগে শিশুনাগ বংশের এই দশজন নৃপতি তিনশত ষাট বছর যাবৎ রাজত্ব

করবেন। হে পরীক্ষিৎ, এক শূদ্রাণীর গর্ভে রাজা মহানন্দির ঔরসে একটি বলবান পুত্র জন্ম নেবে। তিনি নন্দ নামে পরিচিত হবেন এবং তাঁর অবিশ্বাস্য প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু লক্ষ সৈন্য থাকবে। তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন। সেই সময় থেকেই রাজাগণ শূদ্রপ্রায় ও অধার্মিক হয়ে উঠবেন।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে প্রকৃত ক্ষত্রিয়দের অধঃপতন ঘটেছে এবং তাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। সেই সময় ধার্মিক এবং শক্তিশালী ব্যক্তিরা রাজত্ব করতেন। কিন্তু কলির প্রভাবে শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও সততা নষ্ট হয় এবং অসৎ, ম্লেচ্ছ ব্যক্তিরা রাজা হন।

শ্লোক ৯

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ ।
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি (নন্দ); **এক-ছত্রাম্**—একক অধিপতি; **পৃথিবীম্**—সমগ্র পৃথিবী; **অনুল্লঙ্ঘিতঃ**—অপ্রতিহত; **শাসনঃ**—তাঁর শাসন; **শাসিষ্যতি**—শাসন করবেন; **মহাপদ্মোঃ**—মহাপদ্মের প্রভু; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ইব**—যেন; **ভার্গবঃ**—পরশুরাম।

অনুবাদ

মহাপদ্মের পতি নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের মতো অপ্রতিহত প্রভাবে একচ্ছত্র ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা নন্দ অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশ বিনাশসাধন করবেন। পরশুরাম যেহেতু পূর্ববর্তী যুগে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন তাই এখানে রাজা নন্দকে পরশুরামের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥ ১০ ॥

তস্য—তাঁর (নন্দের); **চ**—এবং; **অষ্টৌ**—আট; **ভবিষ্যন্তি**—জন্মগ্রহণ করবে; **সুমাল্য-প্রমুখাঃ**—সুমাল্য আদি; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **যে**—যারা; **ইমাম্**—এই; **ভোক্ষ্যন্তি**—উপভোগ করবে; **মহীম্**—পৃথিবী; **রাজানঃ**—নৃপতিগণ; **চ**—এবং; **শতম্**—এক শত; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

তাঁর ঔরসে সুমাল্য প্রভৃতি আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যারা শক্তিশালী রাজা রূপে একশত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ১১

নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি ।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥ ১১ ॥

নব—নয়; **নন্দান্**—নন্দগণ (রাজা নন্দ ও তাঁর আটপুত্র); **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—নির্দিষ্ট; **প্রপন্নান্**—বিশ্বাসী; **উদ্ধরিষ্যতি**—সংহার করবে; **তেষাম্**—তাঁদের; **অভাবে**—অনুপস্থিতিতে; **জগতীম্**—জগৎ; **মৌর্যাঃ**—মৌর্য বংশ; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কলৌ**—কলিযুগে।

অনুবাদ

চাণক্য নামের এক ব্রাহ্মণ নন্দরাজ এবং তাঁর আট পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, এবং তাঁদের রাজ্য ধ্বংস করবেন। তাঁদের পতনের পর কলিযুগে মৌর্যরা রাজত্ব করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দুইজনেই মনে করেছেন, এখানে ব্রাহ্মণ বলতে চাণক্যের কথা বলা হয়েছে, যার অন্য নাম কৌটিল্য বা বাৎস্যায়ন। মহান ঐতিহাসিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* যার বর্ণনা শুরু হয়েছিল জড়সৃষ্টিরও পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে, এখন তা আধুনিক যুগের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের গণ্ডীতে পৌঁছাল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মৌর্যবংশ ও চন্দ্রগুপ্ত উভয়ের সাথেই পরিচিত, যাদের কথা পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্ধনঃ ॥ ১২ ॥

সঃ—তিনি (চাণক্য); **এব**—অবশ্যই; **চন্দ্রগুপ্তম্**—রাজা চন্দ্রগুপ্ত; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **রাজ্যে**—রাজার ভূমিকায়; **অভিষেক্ষ্যতি**—অভিষিক্ত হবেন; **তৎ**—চন্দ্রগুপ্তের; **সুতঃ**—পুত্র; **বারিসারঃ**—বারিসার; **তু**—এবং; **ততঃ**—বারিসারের পর; **চ**—এবং; **অশোকবর্ধনঃ**—অশোকবর্ধন।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন। এরপর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের পুত্র অশোকবর্ধন রাজা হবেন।

শ্লোক ১৩

সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ সুযশঃসুতঃ ।
শালিশূকস্ততস্তস্য সোমশর্মা ভবিষ্যতি ।
শতধন্বা ততস্তস্য ভবিতা তদ্বৃহদ্রথঃ ॥ ১৩ ॥

সুযশাঃ—সুযশা; ভবিতা—জন্মগ্রহণ করবে; তস্য—তার (অশোকবর্ধন); সঙ্গতঃ—সঙ্গত; সুযশাঃ সুতঃ—সুযশার পুত্র; শালিশূকঃ—শালিশূক; ততঃ—তারপর; তস্য—তাঁর (শালিশূকের); সোমশর্মা—সোমশর্মা; ভবিষ্যতি—হবে; শতধন্বা—শতধন্বা; ততঃ—এরপর; তস্য—তাঁর (সোমশর্মার); ভবিতা—হবে; তৎ—তাঁর (শতধন্বার); বৃহদ্রথঃ—বৃহদ্রথ।

অনুবাদ

অশোকবর্ধনের পুত্র হবেন সুযশা, যার পুত্র হবেন সঙ্গত। সঙ্গতের পুত্র হবেন শালিশূক, শালিশূকের পুত্র হবেন সোমশর্মা, এবং সোমশর্মার পুত্র হবেন শতধন্বা। শতধন্বার পুত্র হবেন বৃহদ্রথ।

শ্লোক ১৪

মৌর্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরম্ ।
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ ॥ ১৪ ॥

মৌর্যাঃ—মৌর্যরা; হি—অবশ্যই; এতে—এইগুলি; দশ—দশ; নৃপাঃ—নৃপগণ; সপ্তত্রিংশৎ—সাইত্রিশ; শত—একশত; উত্তরম্—অধিক; সমাঃ—বছর; ভোক্ষ্যন্তি—তাঁরা শাসন করবে; পৃথিবীম্—পৃথিবী; কলৌ—কলিযুগে; কুরু-কুলো—কুরু বংশ; উদ্বহ—হে বীর।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই দশজন মৌর্য নৃপতি কলিযুগে একশত সাইত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

তাৎপর্য

যদিও নয়জন নৃপতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সুযশের পরে এবং সঙ্গতের রাজত্বের পূর্বে দশরথ নামে আরেকজন রাজা থাকবেন। এইভাবে মৌর্যরাজা দশজন হবেন।

শ্লোক ১৫-১৭

অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠো ভবিতা ততঃ ।
বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা সুতঃ ॥ ১৫ ॥
ততো ঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্ বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি ।
ততো ভাগবতস্তস্মাদ্দেবভূতিঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৬ ॥
শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষ্যন্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্ ।
ততঃ কাণ্বানিয়ং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্নৃপ ॥ ১৭ ॥

অগ্নিমিত্রঃ—অগ্নিমিত্র; **ততঃ**—পুষ্পমিত্র থেকে, যে সেনাপতি বৃহদ্রথকে বধ করবেন; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (অগ্নিমিত্র); **সুজ্যেষ্ঠঃ**—সুজ্যেষ্ঠ; **ভবিতা**—হবে; **ততঃ**—সুজ্যেষ্ঠঃ থেকে; **বসুমিত্রঃ**—বসুমিত্র; **ভদ্রকঃ**—ভদ্রক; **চ**—এবং; **পুলিন্দঃ**—পুলিন্দ; **ভবিতা**—হবে; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—পুলিন্দ থেকে; **ঘোষঃ**—ঘোষ; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **বজ্রমিত্রঃ**—বজ্রমিত্র; **ভবিষ্যতি**—হবে; **ততঃ**—তার থেকে; **ভাগবতঃ**—ভাগবত; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **দেবভূতিঃ**—দেবভূতি; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **শুঙ্গাঃ**—শুঙ্গ; **দশ**—দশ; **এতে**—এইগুলি; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **ভূমিম্**—পৃথিবী; **বর্ষ**—বছর; **শত**—একশত; **অধিকম্**—অধিক; **ততঃ**—তারপর; **কাণ্বান্**—কণ্ব বংশীয়; **ইমাম্**—এই; **ভূমিঃ**—পৃথিবী; **যাস্যতি**—অধীনে থাকবে; **অল্প-গুণান্**—অল্পগুণ বিশিষ্ট; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর রাজা হবেন অগ্নিমিত্র এবং তারপরে সুজ্যেষ্ঠ। সুজ্যেষ্ঠর পর রাজা হবেন যথাক্রমে বসুমিত্র, ভদ্রক এবং ভদ্রকের পুত্র পুলিন্দ। তারপরে পুলিন্দের পুত্র ঘোষ রাজা হবেন। ঘোষের পরবর্তী রাজারা হবেন যথাক্রমে বজ্রমিত্র, ভাগবত এবং দেবভূতি। এভাবে, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দশজন শুঙ্গ রাজা শত বছরের অধিক কাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। এরপর পৃথিবী অল্পগুণ বিশিষ্ট কণ্ব-বংশীয় রাজাদের হস্তগত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতে, যখন সেনাপতি পুষ্পমিত্র রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করেন তখন থেকেই শুঙ্গ রাজত্বের সূচনা। তারপরে অগ্নিমিত্র সহ বাকি শুঙ্গ রাজারা ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন।

শ্লোক ১৮

শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কাণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্ ।
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ ॥ ১৮ ॥

শুঙ্গম্—শুঙ্গরাজা; **হত্বা**—হত্যা করে; **দেবভূতিম্**—দেবভূতি; **কাণ্বঃ**—কণ্ব বংশীয়; **আমত্যঃ**—তাঁর মন্ত্রী; **তু**—কিন্তু; **কামিনাম্**—কামুক; **স্বয়ং**—নিজে; **করিষ্যতে**—সম্পাদন করবে; **রাজ্যম্**—রাজত্ব; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **মহা-মতি**—খুব বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

পরস্ত্রীকামুক শেষ শুঙ্গ রাজা দেবভূতিকে তাঁর কণ্ববংশীয় বুদ্ধিমান মন্ত্রী বসুদেব হত্যা করবেন এবং স্বয়ং রাজা হবেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে রাজা দেবভূতি ছিলেন পরস্ত্রীকামুক। তাই তাঁর মন্ত্রী তাঁকে হত্যা করে রাজা হন। এইভাবে কণ্ব রাজত্বের সূচনা হয়।

শ্লোক ১৯

তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ ।
কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাং চ কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥

তস্য—তাঁর (বসুদেবের); **পুত্রঃ**—পুত্র; **তু**—এবং; **ভূমিত্রঃ**—ভূমিত্র; **তস্য**—তাঁর; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **সুতঃ**—পুত্র; **কাণ্ব-অয়নাঃ**—কণ্ববংশীয় রাজা; **ইমে**—এই সকল; **ভূমিম্**—পৃথিবী; **চত্বারিংশৎ**—চল্লিশ; **চ**—এবং; **পঞ্চ**—পাঁচ; **চ**—এবং; **শতানি**—একশত; **ত্রীণি**—তিন; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **বর্ষাণাম্**—বছর ব্যাপী; **চ**—এবং; **কলৌযুগে**—কলিযুগে।

অনুবাদ

বসুদেবের পুত্র হবেন ভূমিত্র, এবং ভূমিত্রের পুত্র হবেন নারায়ণ। কণ্ববংশীয় এই সকল রাজারা কলিযুগে ৩৪৫ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২০

হত্বা কাণ্বং সুশর্মাণং তদ্ভৃত্যো বৃষলো বলী ।
গাং ভোক্ষ্যত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসত্তমঃ ॥ ২০ ॥

হত্বা—হত্যা করে; **কাণ্বং**—কণ্ব রাজা; **সুশর্মাণম্**—সুশর্মা নামে; **তদ্-ভৃত্য**—তাঁর আপন ভৃত্য; **বৃষলঃ**—নীচু শ্রেণীর শূদ্র; **বলী**—বলী নামে; **গাম্**—পৃথিবী;

ভোক্ষ্যতি—শাসন করবে; **অন্ধ্রজাতীয়ঃ**—অন্ধ্র জাতীয়; **কঞ্চিৎ**—কিছু; **কালম্**—সময়; **অসত্তমঃ**—মহা দুর্জন।

অনুবাদ

শেষ কণ্ব-নৃপতি সুশর্মাকে বলী নামে তাঁর এক অন্ধ্র জাতীয় শূদ্রভৃত্য হত্যা করবে। এই মহাদুর্জন বলী কিছুকাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মহাদুর্জন ব্যক্তিদের রাজারূপে অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে তথাকথিত রাজা বলী অধার্মিক, মহাদুর্জন ব্যক্তির প্রতীক।

শ্লোক ২১-২৬

কৃষ্ণনামাথ তদ্ভ্রাতা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ ।
শ্রীশান্তকর্ণস্তৎপুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ ॥ ২১ ॥
লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ ।
মেঘস্বাতিশ্চিবিলকাদটমানস্তু তস্য চ ॥ ২২ ॥
অনিষ্টকর্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ ।
পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ ॥ ২৩ ॥
চকোরো বহবো যত্র শিবস্বাতিররিন্দমঃ ।
তস্যাপি গোমতী পুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ ॥ ২৪ ॥
মেদশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্ততঃ ।
বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ সলোমধিঃ ॥ ২৫ ॥
এতে ত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্যব্দশতানি চ ।
ষট্পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণ নামে; **অথ**—তারপর; **তদ্**—তার (বলীর); **ভ্রাতা**—ভাই; **ভবিতা**—হবে; **পৃথিবী-পতিঃ**—পৃথিবীর রাজা; **শ্রী-শান্তকর্ণঃ**—শ্রীশান্তকর্ণ; **তৎ**—কৃষ্ণের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **পৌর্ণমাসঃ**—পৌর্ণমাস; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—তার পুত্র; **লম্বোদরঃ**—লম্বোদর; **তু**—কিন্তু; **তৎ-পুত্র**—তার পুত্র; **তস্মাৎ**—লম্বোদর থেকে; **চিবিলকঃ**—চিবিলক; **নৃপঃ**—রাজা; **মেঘস্বাতিঃ**—মেঘস্বাতি; **চিবিলকাৎ**—চিবিলক থেকে; **অটমানঃ**—অটমান; **তু**—কিন্তু; **তস্য**—তার (মেঘস্বাতির); **চ**—এবং; **অনিষ্টকর্মা**—অনিষ্টকর্মা; **হালেয়ঃ**—হালেয়; **তলকঃ**—তলক; **তস্য**—তার (হালেয়ের); **চ**—এবং; **আত্মজঃ**—পুত্র; **পুরীষভীরুঃ**—পুরীষভীরু; **তৎ**—তলকের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ততঃ**

—তারপর; **রাজা**—রাজা; **সুনন্দনঃ**—সুনন্দন; **চকোরঃ**—চকোর; **বহবঃ**—বহু; **যত্র**—যাদের মধ্যে; **শিবস্বাতিঃ**—শিবস্বাতি; **অরিন্দমঃ**—শত্রুদমনকারী; **তস্য**—তার; **অপি**—ও; **গোমতী**—গোমতী; **পুত্রঃ**—পুত্র; **পুরীমান্**—পুরীমান; **ভবিতা**—হবে; **ততঃ**—তার থেকে (গোমতী); **মেদশিরাঃ**—মেদশিরা; **শিবস্কন্দঃ**—শিবস্কন্দ; **যজ্ঞশ্রীঃ**—যজ্ঞশ্রী; **তৎ**—শিবস্কন্দের; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তারপর; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **তৎ-সুতঃ**—তার পুত্র; **ভাব্যঃ**—হবে; **চন্দ্রবিজ্ঞঃ**—চন্দ্রবিজ্ঞ; **স-লোমধি**—লোমধির সঙ্গে; **এতে**—এইগুলি; **ত্রিংশ**—ত্রিশ; **নৃপতয়ঃ**—নৃপতিগণ; **চত্বারি**—চার; **অব্দ-শতানি**—শতাব্দী; **চ**—এবং; **ষট্-পঞ্চাশৎ**—ছাপান্ন; **চ**—এবং; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **ভোক্ষ্যন্তি**—শাসন করবে; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

বলীর ভাই কৃষ্ণ পৃথিবীর পরবর্তী রাজা হবেন। তার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ এবং শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র হবেন পৌর্ণমাস। পৌর্ণমাসের পুত্র লম্বোদর, তার পুত্র চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি এবং মেঘস্বাতির পুত্র হবেন অটমান। অটমানের পুত্র অনিষ্টকর্মা, তাঁর পুত্র হালেয় এবং হালেয়র পুত্র হবেন তলক। তলকের পুত্র পুরীষভীরু এবং তাঁর পুত্র হবেন রাজা সুনন্দন। সুনন্দনের পুত্র চকোর। চকোরের পর আরও আটজন রাজা হবেন। তাদের মধ্যে শিবস্বাতি হবেন প্রবল শত্রু দমনকারী রাজা। শিবস্বাতির পুত্র হবেন গোমতী। তাঁর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের পুত্র হবেন মেদশিরা। মেদশিরার পুত্র শিবস্কন্দ, শিবস্কন্দের পুত্র যজ্ঞশ্রী, যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়। বিজয়ের দুইটি পুত্র হবে চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোমধি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিশজন নৃপতি চারশত ছাপান্ন বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২৭

সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশ গর্দভিনো নৃপাঃ ।
কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যতিলোলুপাঃ ॥ ২৭ ॥

সপ্ত—সাত; **আভীরাঃ**—আভীর জাতীয়; **আবভৃত্যাঃ**—অবভৃতি নগরে; **দশ**—দশ; **গর্দভিনঃ**—গর্দভি জাতীয়; **নৃপাঃ**—নৃপতিগণ; **কঙ্কাঃ**—কঙ্ক জাতীয়; **ষোড়শ**—ষোল; **ভূ-পালাঃ**—পৃথিবীর রাজা; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **অতি-লোলুপাঃ**—অতি লোভী।

অনুবাদ

তারপর অবভৃতি নগরীর সাত জন আভীরজাতীয় নৃপতি রাজত্ব করবেন, এবং তারপর দশজন গর্দভি রাজা রাজত্ব করবেন। এরপরে ষোলজন অতিলোভী কঙ্ক রাজা রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২৮

ততোঽষ্টৌ যবনা ভাব্যাশ্চতুর্দশ তুরুষ্ককাঃ ।
ভূয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌলা একাদশৈব তু ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; অষ্টৌ—আট; যবনাঃ—যবন শ্রেণীর; ভাব্যাঃ—হবে; চতুর্দশ—চৌদ্দ; তুরুষ্ককাঃ—তুরুষ্ক জাতীয়; ভূয়ঃ—পুনরায়; দশ—দশ; গুরুণ্ডাঃ—গুরুণ্ড শ্রেণীর; চ—এবং; মৌলাঃ—মৌল বংশীয়; একাদশ—এগারো; এব—অবশ্যই; তু—এবং।

অনুবাদ

আটজন যবননৃপতি রাজত্ব করবেন। এদের পর চৌদ্দজন তুরুষ্কনৃপতি, দশজন গুরুণ্ড নৃপতি এবং এগারো জন মৌল বংশীয় নরপতি রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ২৯-৩১

এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশ বর্ষশতানি চ ।
নবাধিকাং চ নবতিং মৌলা একাদশ ক্ষিতিম্ ॥ ২৯ ॥
ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ ।
কিলকিলায়াৎ নৃপতয়ো ভূতনন্দোঽথ বঙ্গিরিঃ ॥ ৩০ ॥
শিশুনন্দিশ্চ তদ্ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ ।
ইত্যেতে বৈ বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানি ষট্ ॥ ৩১ ॥

এতে—এরা; ভোক্ষ্যন্তি—রাজত্ব করবে; পৃথিবীম্—পৃথিবী; দশ—দশ; বর্ষ-শতানি—শতাব্দী; চ—এবং; নব-অধিকাম্—নয়ের অধিক; চ—এবং; নবতিম্—নব্বই; মৌলাঃ—মৌলগণ; একাদশ—এগারো; ক্ষিতিম্—পৃথিবী; ভোক্ষ্যন্তি—রাজত্ব করবে; অব্দ-শতানি—শতাব্দী; অঙ্গ—হে পরীক্ষিৎ; ত্রীণি—তিন; তৈঃ—তারা; সংস্থিতে—যখন তাঁদের অবসান হবে; ততঃ—তখন; কিলকিলায়াম্—কিলকিলা শহরে; নৃ-পতয়ঃ—নৃপতিগণ; ভূতনন্দঃ—ভূতনন্দ; অথঃ—তারপর; বঙ্গিরিঃ—বঙ্গিরি; শিশুনন্দিঃ—শিশুনন্দি; চ—এবং; তদ্—তার; ভ্রাতা—ভাই; যশোনন্দিঃ—যশোনন্দি; প্রবীরকঃ—প্রবীরক; ইতি—এভাবে; এতে—এরা; বৈ—অবশ্যই; বর্ষ-শতম্—একশত বছর; ভবিষ্যন্তি—হবে; অধিকানি—অধিক; ষট্—ষাট।

অনুবাদ

আভীর, গর্দভি এবং কঙ্ক নৃপতিগণ একহাজার নিরানব্বই বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন, এবং একাদশ মৌলরাজা তিনশ বছর রাজত্ব করবেন। তাদের অবসান হলে ভূতনন্দ, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি, শিশুনন্দির ভ্রাতা যশোনন্দি, প্রবীরক—এঁরা কিলকিলা নগরীতে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

তেষাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ ।
পুষ্পমিত্রোঽথ রাজন্যো দুর্মিত্রোঽস্য তথৈব চ ॥ ৩২ ॥
এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কৌশলাঃ ।
বিদূরপতয়ো ভাব্যা নিষধাস্তত এব হি ॥ ৩৩ ॥

তেষাম্—তাঁদের (ভুতনন্দ এবং কিলকিলা নগরীর অন্যান্য রাজাদের); **ত্রয়োদশ**—তেরো; **সুতাঃ**—পুত্ররা; **ভবিতারঃ**—হবে; **চ**—এবং; **বাহ্লিকাঃ**—বাহ্লিক নামের; **পুষ্পমিত্রঃ**—পুষ্পমিত্র; **অথ**—তখন; **রাজন্যঃ**—রাজা; **দুর্মিত্রঃ**—দুর্মিত্র; **অস্য**—তাঁর (পুত্র); **তথা**—আরও; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **এক-কালাঃ**—এককালে রাজত্ব করবেন; **ইমে**—এই সকল, **ভূপাঃ**—নৃপতিগণ; **সপ্ত**—সাত; **অন্ধ্রাঃ**—অন্ধ্র; **সপ্ত**—সাত; **কৌশলাঃ**—কৌশল দেশের রাজা; **বিদূর-পতয়ঃ**—বিদুর দেশের অধিপতি; **ভাব্যাঃ**—হবে; **নিষধাঃ**—নিষধ; **ততঃ**—তারপর; **এব হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

কিলকিলা নগরীতে এরপর রাজত্ব করবেন বাহ্লিকের তেরোজন পুত্র এবং তাদের পরে রাজা পুষ্পমিত্র, তাঁর পুত্র দুর্মিত্র, অন্ধ্রদেশীয় সাতজন রাজা, কৌশল দেশীয় সাতজন রাজা, বিদুর দেশের অধিপতিগণ এবং নিষধ দেশের অধিপতিগণ একই সময়ে পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্য সমূহে রাজত্ব করবেন।

শ্লোক ৩৪

মাগধানাং তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ ।
করিষ্যত্যপরো বর্ণান্ পুলিন্দযদুমদ্রকান্ ॥ ৩৪ ॥

মাগধানাম্—মগধ রাজ্য; **তু**—এবং; **ভবিতা**—হবে; **বিশ্বস্ফূর্জিঃ**—বিশ্বস্ফূর্জি; **পুরঞ্জয়ঃ**—রাজা পুরঞ্জয়; **করিষ্যতি**—করবে; **অপরঃ**—(পুরঞ্জয়ের) প্রতিরূপ হয়ে; **বর্ণান্**—সব উচ্চশ্রেণীর লোক; **পুলিন্দ-যদু-মদ্রকান্**—পুলিন্দ, যদু ও মদ্রক প্রভৃতির মতো হীনজাতিরূপে।

অনুবাদ

তারপর বিশ্বস্ফূর্জি নামে পুরঞ্জয়ের মতো মগধ প্রদেশে এক রাজার আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে ম্লেচ্ছতুল্য পুলিন্দ, যদু, মদ্রক আদি হীনজাতিরূপে পরিণত করবেন।

শ্লোক ৩৫

প্রজাশ্চাব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্মতিঃ ।
বীর্যবান্ ক্ষত্রমুৎসাদ্য পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি ।
অনুগঙ্গমাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রজাঃ—প্রজাগণ; চ—এবং; অব্রহ্ম—ব্রাহ্মণাদি বর্ণহীন; ভূয়িষ্ঠাঃ—বহুলভাবে; স্থাপয়িষ্যতি—স্থাপন করবে; দুর্মতিঃ—দুষ্টবুদ্ধি (বিশ্বস্ফূর্জি); বীর্যবান্—শক্তিশালী; ক্ষত্রম্—ক্ষত্রিয় শ্রেণী; উৎসাদ্য—বিনাশ করবে; পদ্মবত্যাম্—পদ্মাবতীতে; সঃ—তিনি; বৈ—অবশ্যই; পুরি—নগরে; অনুগঙ্গম্—গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) থেকে; আপ্রয়াগম্—প্রয়াগ পর্যন্ত; গুপ্তাম্—রক্ষিত; ভোক্ষ্যতি—শাসন করবে; মেদিনীম্—পৃথিবী।

অনুবাদ

দুর্মতি রাজা বিশ্বস্ফূর্জি বহু অধার্মিক প্রজাদের প্রতিপালন এবং ক্ষত্রিয় নিধন কার্যে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তিনি তাঁর রাজধানী পদ্মাবতী নগরীতে অবস্থান করে গঙ্গার উৎস থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত নিজ ভুজরক্ষিত রাজ্য ভোগ করবেন।

শ্লোক ৩৬

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্বুদমালবাঃ ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ ॥ ৩৬ ॥

সৌরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্রে বসবাসকারী; অবন্তী—অবন্তী নগরে; আভীরাঃ—এবং আভীর দেশে; চ—এবং; শূরাঃ—শূরদেশে বসবাসকারী; অর্বুদ-মালবাঃ—অর্বুদ এবং মালব দেশীয়; ব্রাত্যাঃ—সমস্ত শুদ্ধাচার থেকে ভ্রষ্ট; দ্বিজাঃ—ব্রাহ্মণগণ; ভবিষ্যন্তি—হবে; শূদ্র-প্রায়াঃ—শূদ্রপ্রায়; জন-অধিপাঃ—নৃপতিগণ।

অনুবাদ

সেইসময় সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের সমস্ত শুদ্ধাচার থেকে ভ্রষ্ট হবেন এবং এই সমস্ত স্থানের রাজারা শূদ্রপ্রায় হয়ে যাবেন।

শ্লোক ৩৭

সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্ ।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চসঃ ॥ ৩৭ ॥

সিন্ধোঃ—সিন্ধুনদের; **তটম্**—তীর; **চন্দ্রভাগাম্**—চন্দ্রভাগা; **কৌন্তীম্**—কৌন্তী; **কাশ্মীর-মণ্ডলম্**—কাশ্মীর অঞ্চল; **ভোক্ষ্যন্তি**—রাজত্ব করবে; **শূদ্রাঃ**—শূদ্রগণ; **ব্রাত্যাদ্যাঃ**—পতিত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য অযোগ্য মানুষেরা; **ম্লেচ্ছঃ**—মাংস ভক্ষণকারী; **চ**—এবং; **অব্রহ্মবর্চসঃ**—পারমার্থিক শক্তি শূন্য।

অনুবাদ

সিন্ধুনদের তীর সংলগ্ন অঞ্চল, চন্দ্রভাগা, কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ম্লেচ্ছ, পতিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের দ্বারা শাসিত হবে। বৈদিক সভ্যতার পন্থাকে বর্জন করার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক শক্তি শূন্য হয়ে পড়বেন।

শ্লোক ৩৮

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ ।
এতেঽধর্মানৃতপরাঃ ফল্গুদাস্তীব্রমন্যবঃ ॥ ৩৮ ॥

তুল্য-কালাঃ—একই সময়ে রাজত্ব করবেন; **ইমে**—এই সকল; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **ম্লেচ্ছ-প্রায়াঃ**—ম্লেচ্ছপ্রায়; **চ**—এবং; **ভূ-ভৃতঃ**—রাজারা; **এতে**—এই সকল; **অধর্ম**—অধার্মিক; **অনৃতপরাঃ**—অসত্যপরায়ণ; **ফল্গু-দা**—অল্পদাতা; **তীব্র**—প্রচণ্ড; **মন্যবঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, একই সময়ে নানাস্থানে অনেক ম্লেচ্ছরাজা রাজত্ব করবেন, এবং তাঁরা সকলেই অধার্মিক, অসত্যপরায়ণ, অল্পদানশীল ও প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত স্বভাবের হবেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ ॥ ৩৯ ॥
অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥ ৪০ ॥

স্ত্রী—নারী; **বাল**—শিশু; **গো**—গাভী; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **ঘ্নাঃ**—ঘাতকগণ; **চ**—এবং; **পর**—অন্যের; **দার**—স্ত্রী; **ধন**—সম্পদ; **আদৃতাঃ**—মনযোগী হবেন; **উদিত-অস্ত-মিত**—হতশোকাদিবহুল; **প্রায়াঃ**—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই; **অল্প-সত্ত্বা**—অল্প শক্তিসম্পন্ন; **অল্পকা-আয়ুষঃ**—স্বল্পায়ু; **অসংস্কৃতাঃ**—বৈদিক সংস্কৃতি বিহীন; **ক্রিয়া-**

হীনাঃ—বিধিনিষেধ বর্জিত; **রজসা-তমসা**—অজ্ঞতার আস্তরণ; **আবৃতাঃ**—আচ্ছন্ন; **প্রজাঃ**—নগরবাসী; **তে**—তাহারা; **ভক্ষয়িষ্যন্তি**—ভোগ করবেন; **ম্লেচ্ছঃ**—নীচ জাতি; **রাজন্য-রূপিণঃ**—রাজার ন্যায়।

অনুবাদ

ক্ষত্রিয়রাজরূপী এই ম্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করবেন, স্ত্রী, বালক, গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করবেন এবং পরস্ত্রী ও পরধন ভোগ করবেন। স্বভাবগত দিক দিয়ে এরা অস্থির প্রকৃতির, চারিত্রিকভাবে অতি দুর্বল এবং অল্পায়ু হবেন। বস্তুতপক্ষে, বৈদিক সংস্কৃতিবিহীন বিধিনিষেধের অনুশীলন বর্জিত হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়বে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলিতে কলিযুগের অধঃপতিত নেতৃবর্গের প্রজাপীড়নের সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪১

তন্নাথাস্তে জনপদাস্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ ॥ ৪১ ॥

তৎ-নাথাঃ—শাসক হিসেবে ম্লেচ্ছ রাজাদের কথা; **তে**—তারা; **জনপদাঃ**—নগরবাসী; **তৎ**—তাদের; **শীল**—চরিত্র; **আচার**—ব্যবহার; **বাদিনঃ**—ভাষা; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পর; **রাজভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **ক্ষয়ম্ যাস্যন্তি**—তাঁদের বিনাশ হবে; **পীড়িতাঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

এই ম্লেচ্ছ রাজাদের আশ্রিত প্রজারাও তাদের চরিত্র, ব্যবহার ও ভাষাবিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। এই সকল প্রজারা পরস্পর ও রাজাদের দ্বারা পীড়িত হয়ে বিনষ্ট হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের শেষে বলা হয়েছে, রাজা রিপুঞ্জয় বা পুরঞ্জয়ের রাজত্বের অবসান হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক হাজার বৎসর পর, যিনি এই অধ্যায়ের প্রথম উল্লিখিত রাজা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, সুতরাং রাজা পুরঞ্জয় রাজত্ব করতেন চার হাজার বছর পূর্বে, অর্থাৎ শেষ রাজা বিশ্বস্ফূর্জি রাজত্ব করতেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবিরা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় ধর্ম সাহিত্যে কোনও কালক্রমনুসারী ইতিহাস নেই, কিন্তু এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক কালক্রমনুসারী তথ্য নিশ্চিতরূপে সেই হাস্যকর তথ্যকে খণ্ডন করেছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ' নামক প্রথম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।